দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB. 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

131

শিক্ষক/ শিক্ষিকার নিয়োগদান প্রসঙ্গে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষার ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকার জেলাওয়ারীভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ হয়ত শীঘ্রই জানানো হইবে। উল্লেখ্য, ১৯৯০ ও ১৯৯৫ সালে এই নির্বাচনী পরীক্ষা শুধু লিখিত পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এভাবেই ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত নিয়োগদান পদ্ধতি বলবৎ ছিল। কিন্তু বর্তমানে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়াও ঐ ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলাভিত্তিক একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে সভাপতি জেলা প্রশাসক ছাড়াও আছেন সরকারী-বেসরকারী সদস্য। মৌখিক পরীক্ষায় উক্ত বোর্ডের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার অভাব হইলে বহু-সংখ্যক উত্তীর্ণ প্রার্থী নানাদিক হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকা থাকিয়া যায়। অথচ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা যে কত কষ্টকর ও একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়টিই প্রাধান্য পাওয়া দরকার। এমতাবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগদান সরাসরি লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইলে তাহাতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকিবে। বিষয়টির প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ রবিউল ইসলাম,
মিশন মোড় রোড,
লালমনিরহাট।